১০১

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... AUG 14 1999 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৭ ...

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার সরকারী দলের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের দুই বিবদমান গ্রুপের মধ্যে কয়েক ঘন্টাব্যাপী বন্দুক যুদ্ধের পর সিন্ডিকেট বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণাসহ সকল পরীক্ষা স্থগিত করেছে এবং অবিলম্বে ছাত্র-ছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছে। প্রকাশিত খবর থেকে জানা গেছে, 'শফি গ্রুপ' ও 'কলিম গ্রুপ' নামে পরিচিত ছাত্রলীগের এই দু'গ্রুপের মধ্যে ঐ দিন সংঘটিত বন্দুক যুদ্ধে ৪ জন পুলিশসহ অন্তত ৩০ জন আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে দু'জন পুলিশের অবস্থা গুরুতর। তাদের চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে। খবরে উল্লেখ করা হয়েছে, শফি ও কলিম গ্রুপের মধ্যে বিবাদ দীর্ঘদিনের এবং এই বন্দুকযুদ্ধের কারণ মূলত হল দখল। বছর খানেক আগে শাহ আমানত হল শফি গ্রুপ দখল করে নেয়। পার্শ্ববর্তী শাহজালাল হলের দখল ছিল কলিম গ্রুপের। বুধবার বন্দুকযুদ্ধের মাধ্যমে কলিম গ্রুপ শাহ আমানত হল দখল করে নেয়। সম্প্রতি এই দু'গ্রুপের মধ্যে ক্যাম্পাসের গাছ কেটে বিক্রি, চাঁদাবাজি ও টেন্ডারবাজির আধিপত্য নিয়ে বিরোধ চরমে ওঠে। হল দখলের ঘটনা তার জের। তবে তাৎক্ষণিক কারণ আগের দিন দু'গ্রুপের সদস্যদের মধ্যে হাতাহাতি, লাঠালাঠি ও সংক্ষিপ্ত গুলী বিনিময়ের ঘটনা। বন্দুকযুদ্ধের সময় পুলিশ যথেষ্ট তৎপর হলেও 'যোদ্ধাদের' খুব সহজে হঠাতে পারেনি। পরে কলিম গ্রুপের দখলকৃত শাহ আমানত হলে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ কিছু অস্ত্র ও গোলাবারুদ আটক করেছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকার দলীয় ছাত্র সংগঠনের দৌরাত্ম্য অনেক আগেই সীমা ছাড়িয়ে গেছে। বস্তুত এই সংগঠনের ক্যাডারদের হাতে গোটা বিশ্ববিদ্যালয় জিম্মি অবস্থায় রয়েছে। শিক্ষক, ছাত্র ও কর্মচারীরা তাদের দাপটে সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়েছে। এদের নিজেদের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধ যেমন নতুন নয়, তেমনি অন্য ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধে জড়িত হওয়ার ঘটনাও বিরল নয়। জানা গেছে, গত ৩ বছরে বিভিন্ন সংঘাত-সংঘর্ষ ও যুদ্ধে ৪ জন প্রাণ হারিয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় অন্তত ১শ' দিন বন্ধ থেকেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ও অন্যান্য কার্যক্রমে সরকার সমর্থকদের যথেচ্ছাচার এবং ছাত্রলীগের হস্তক্ষেপ ও পেশী প্রদর্শনের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশে মারাত্মক অবনতি ঘটেছে। এই পরিস্থিতি এবং এখন থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক। প্রসঙ্গত বলা আবশ্যক, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোতেও সরকারী ছাত্রসংগঠনের তৎপরতা ও এর আভ্যন্তরীণ বিরোধ-সংঘাত মারাত্মক পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সংগঠনের বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে বিরোধ-সংঘাতের কথা কারো অজানা নেই। সম্প্রতি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ধর্ষক গ্রুপ' ও 'ঘাতক গ্রুপের' হল দখলের প্রতিযোগিতা এবং কিছুদিন আগে তাদের হাতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের লাঞ্ছিত হওয়ার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের বিরোধ সংঘাতের মুখে আনন্দমোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়ার ঘটনাও বাসি হয়ে যায়নি।

সরকারের পক্ষ থেকে প্রায়ই শিক্ষার পরিবেশ, শিক্ষার মান ও গুরুত্বের কথা উচ্চারিত হয়ে থাকে। শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাস, অস্ত্রবাজি, চাঁদাবাজি ও টেন্ডারবাজি থেকে মুক্ত করার প্রত্যয়ও ঘোষিত হয়ে থাকে। অথচ ওয়াকিবহাল মহলের অভিযোগ, এসব অপকর্মে সরকারী দলের ছাত্রসংগঠনই বিশেষভাবে জড়িত। সরকার ছাত্র নামধারী এসব সন্ত্রাসী ও অপরাধীদের বিরুদ্ধে কোন কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে না বা নিতে পারছে না। এটা সরকারের একটা বড় ধরনের অপারগতা। বস্তুত, সরকার যদি তার দলীয় ছাত্র সংগঠনকে সন্ত্রাসী ও অপরাধী মুক্ত করতে না পারে তবে শিক্ষাঙ্গনের সুষ্ঠু ও কাম্য পরিবেশ কোনভাবেই ফিরে আসতে পারে না। সরকারকে এই সত্য অনুধাবন করতে হবে এবং সর্বাগ্রে তার ছাত্র সংগঠনকে সকল কলুষতা ও আবিলতা থেকে পরিচ্ছন্ন করতে হবে। শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু ও অনুকূল পরিবেশ প্রতিষ্ঠার এটা প্রধান পূর্বশর্ত।